গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সংস্থা প্রশাসন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood. gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০২২.০০৪.০০১.১৩- ২৬৭

তারিখ ঃ ০৫ বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৮ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিঃ

বিষয়ঃ নিরাপদ খাদ্য (কারিগরী কমিটি) বিধিমালা, ২০১৬ এর খসড়ার বিষয়ে মতামত/সুপারিশ প্রদান প্রসঙ্গে।

'নিরাপদ খাদ্য (কারিগরী কমিটি) বিধিমালা,২০১৬ এর খসড়ার কপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উক্ত বিধিমালার খসড়ার বিষয়ে আগামী ২৮/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে মতামত/সুপারিশ প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য খসড়াটি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.mofood.gov.bd)-এ পাওয়া যাবে।

(আবুল কালাম আজাদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ৯৫৪০১১২
sasestabadmin@mofood.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নহে) ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৮। সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৯। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।
১০। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
১১। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
১২। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ।
১৩। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৪। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
১৫। মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৬। মহাপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
১৭। মহাপরিচালক, বিএসটিআই, ঢাকা।
১৮। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৯। মহাপরিচালক, কৃষি অধিদপ্তর, ঢাকা।
২০। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২১। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২২। নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
২৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা।

চলমান পাতা-২

২৪। চেয়ারম্যান, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২৫। পরিচালক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২৬। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ঢাকা।
২৭। চেয়ারম্যান, আনবিক শক্তি কমিশন, ঢাকা।
২৮। চেয়ারম্যান, বিসিএসআইআর, ঢাকা।
২৯। ....

নং-১৩.০০.০০০০.০২২.০০৪.০০১.১৩- ২৬৭

তারিখ ঃ ০৫ বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৮ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিঃ

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হ'লঃ
১। অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন), খাদ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। প্রোগ্রামার, আইটি সেল, খাদ্য মন্ত্রণালয় (এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিষয়টি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

(আবুল কালাম আজাদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব

Annex-০৬(a): খসড়া নিরাপদ খাদ্য (কারিগরী কমিটি) বিধিমালা-২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেজিস্টার্ড নং-ডি এ- ---------

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

তারিখঃ দিন-মাস-বছর

এস,আর, ও নং----আইন/২০১৬। নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩(২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ৮৬ ধারা তে ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

প্রারম্ভিক

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তাহার কর্মসুচী বাস্তবায়নের জন্য সময় সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের বিজ্ঞানসম্মত মতামত ও পরামর্শ আহ্বান এবং অনুরূপ মতামত গ্রহণ করিবে৷ এ ধরণের মতামত ও পরামর্শ বিভিন্ন বিষয়ে হইতে পারে যথা- খাদ্য দূষণের কারণে জনস্বাস্থ্যের উপর ঝুঁকি; ভোক্তাসাধারণের উপর জৈব এবং রাসায়নিক ঝুঁকির হুমকি নিরুপণ; যে কোন প্রকার দূষক বা অনুজীবী নিয়ন্ত্রণের অনুশাসন; আইনের প্রতিপালন, পরিবীক্ষণ ও নজরদারি; নতুন বা সম্ভাব্য কোন ঝুঁকি; খাদ্যে জেনেটিক প্রযুক্তি বা অন্য যেকোন প্রযুক্তির ব্যবহার; খাদ্যের নিরাপদ মান নির্ণয়ে বিভিন্ন প্রকারের প্রযুক্তি প্রয়োগ। এই বিষয়গুলি যথাযথ ফোরামে উপযুক্ত পদ্ধতিতে বিবেচিত হইতে হইবে বিধায় সরকার কর্তৃক এ বিধান জারী করা আবশ্যক হইয়াছে।

শিরোনামঃ এই বিধিমালা নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধি, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে৷

প্রথম অধ্যায়

বিধি-১- সংজ্ঞা- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়-

(১) 'আইন' অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(২) 'কারিগরি কমিটি' অর্থ আইনের ধারা-১৭ তে উল্লিখিত কমিটি;

(৩) 'বোর্ড' অর্থ আইনের ধারা-৫ অনুযায়ী গঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বোর্ড;

(৪) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যাক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যায় নাই, তাহা আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিধি-২- কারিগরি কমিটি গঠন।

(১) নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী, 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' উহার কার্য পরিচালনায় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি কমিটি গঠন করিবে;

(২) এই আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কারিগরি কমিটি গঠিত হইবে, যথা-

ক) খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্যে সংশ্লিষ্ট স্বাদযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু-সামগ্রী;

খ) কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ;

গ) জেনেটিক্যালী সংশোধিত জীবানু ও খাদ্য;

ঘ) জৈবিক ঝুঁকি;

ঙ) খাদ্য শৃংখলে দূষিত বস্তু;

চ) মোড়ক পরিচিত; এবং মোড়কী করণ

ছ) নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

(৩) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে, প্রজ্ঞাপণ জারী করিয়া আইনের ধারা ১৭(২)(জ) এর অধীনে অন্য বিষয়ে কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ সময় সময় প্রজ্ঞাপণ জারী করিয়া কারিগরি কমিটিতে নতুন সদস্য সংযোজন করিয়া বা বর্তমান সদস্য বাদ দিয়া বা কমিটির নাম সংশোধন করিয়া কমিটি পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিধি-৩- কারিগরি কমিটির কার্য-প্রণালী

(১) প্রতিটি কারিগরি কমিটির সভাপতি এবং সদস্য-সচিব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন;

(২) কারিগরি কমিটি উহার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যেদের মতামত অনুযায়ি কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(৩) একজন সদস্য পরপর ৩ (তিন) মেয়াদে কারিগরি কমিটিতে কাজ করিতে পারিবেন এবং একই সময়ে দুইটির বেশী কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না;

(৪) মোট সদস্যের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যর উপস্থিতিতে কারিগরি কমিটির সভার কোরাম হইবে;

(৫) কমিটি উহার প্রত্যেক সভার কারিগরি কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিবে;

(৬) কারিগরি কমিটি কোন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবেনা, তবে উক্তরুপ প্রয়োজন হইলে কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে হইবে;

(৭) শিল্প, ভোক্তা প্রভৃতির প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞদেরকে কারিগরি কমিটির সভাসমূহে আমন্ত্রণ জানাইবার প্রয়োজন হইলে তাহা পূর্বেই কমিটির সভাপতি কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাইবেন;

(৮) কমিটি উহার সভা সাধারণভাবে ঢাকায় আহ্বান করিবে তবে বিশেষ প্রয়োজন হইলে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে সভা করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিধি-৪- কারিগরি কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

(১) কারিগরি কমিটিসমূহ নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞানসম্মত এবং কারিগরি পরামর্শ ও মতামত প্রদান করিবে। অনুরূপ কতিপয় চাহিদা নিম্নরূপ তবে উহা নিম্নলিখিতভাবে সীমিত হইবেনাঃ

ক) খাদ্য দূষণের কারণে জনস্বাস্থ্যের উপর ঝুঁকি;

খ) ভোক্তাসাধারণের উপর জৈব এবং রাসায়নিক ঝুঁকির হুমকি নিরুপণ;

গ) আইনের মাধ্যমে যে কোন প্রকার দূষক বা অনুজীবী নিয়ন্ত্রণের অনুশাসন;

ঘ) আইনের প্রতিপালন পরিবীক্ষণ ও নজরদারি;

ঙ) খাদ্য ও পানিবাহিত রোগ নজরদারি ও খাদ্য দুর্যোগ;

চ) নিরাপদ খাদ্যের হুমকি স্বরূপ উত্থানশীল ও পুনঃউত্থানশীল কোন ঝুঁকি;

ছ) খাদ্যে উন্নত ও নিরাপদ জেনেটিক প্রযুক্তি বা যেকোন প্রযুক্তি ব্যবহার;

জ) আন্তঃসংস্থা সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ;

ঝ) খাদ্যমান, খাদ্যের নিরাপদ মান ও মান নির্ণয়ে বিভিন্ন প্রকারের প্রযুক্তি প্রয়োগ;

ঞ) ঝুঁকি নিরূপণ, মূল্যায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা;

ট) নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

ঠ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতিমালা প্রণয়ন;

ড) খাদ্য পরিক্ষাগার নেটওয়ার্ক স্থাপন;

ঢ) খাদ্যশিল্প ও খাদ্যশিল্পে আধা-দক্ষ ও দক্ষ জনবল এর প্রশিক্ষণ বিষয়াদি;

ণ) নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;

ত) সংশ্লিষ্ট অংশীজন সচেতনতা কৌশল;

থ) কোয়ালিটি এস্যুরেন্স স্কীম;

দ) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়।

(২) কারিগরি কমিটির সদস্যবৃন্দ স্ব স্ব পরিমন্ডলে উপ-বিধি (১) -এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ও অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ স্বীয় প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলন করিয়া অর্পিত দায়িত্ব পালন ও সুসম্পন্ন করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বিধি-৫- কারিগরি কমিটির কাঠামো

(১) কারিগরি কমিটির সভাপতি এবং সদস্যবৃন্দ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হইবেন; যাহা একই মেয়াদের জন্য নবায়নযোগ্য হইবে;

(২) আগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে (Expression of Interest) বা সার্চ কমিটির মাধ্যমে এবং কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিয়া নিয়োগ সম্পন্ন করিতে হইবে;

(৩) প্রতিটি কমিটির সদস্যদের সংখ্যা ৮ এর কম এবং ১২ এর বেশি হইবে না;

(৪) কর্তৃপক্ষ কমিটির সদস্য নির্বাচন বিষয়ে যথাসম্ভব লিংগ ভারসাম্য বজায় রাখিবে;

(৫) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে-

ক) কারিগরি কমিটির সদস্যবৃন্দ কমিটির সভায় যোগদানের জন্য সরকারী গাইডলাইন অনুযায়ী সম্মানী ভাতা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাতায়াত ভাতা প্রাপ্ত হইবেন;

খ) কর্তৃপক্ষ প্রতিটি কারিগরি কমিটির কর্ম-পরিধি এবং কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন করিবে;

গ) কর্তৃপক্ষ প্রতিটি কারিগরি কমিটিকে সেক্রেটারিয়েট সেবা প্রদান করিবে;

ঘ) কর্তৃপক্ষ এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করিতে পারিবে।

(৬) কারিগরি কমিটির সদস্যবৃন্দের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকিতে হইবে যাহা কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিবে;

(৭) কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে, কারিগরি কমিটির বৈজ্ঞানিক গবেষনালব্ধ মতামত গ্রহণ করিলে উহা বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করিবে এবং জনগণের নিকট সহজলভ্য করিবার জন্য, তাৎক্ষণিকভাবে উহার ওয়েব সাইটসহ বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বিধি-৬- স্বচ্ছতা

কারিগরি কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং পরিবারের সদস্যদের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন খাদ্য দ্রব্য বা খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা বিপণন এর সহিত সম্পৃক্ত থাকিলে সেই মর্মে ঘোষণা করিতে হইবে। উপরন্তু, সদস্যবৃন্দ সর্ব্বোচ্চ নৈতিক মান নিশ্চিতকল্পে একটি ঘোষণা প্রদান করিবেন।

৭ম অধ্যায়

বিধি-৭- বিধিমালার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশঃ

এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালায় বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

বিধি-৮- রহিতকরণঃ-

এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে ‘Bangladesh Pure Food Rules, 1967’ এর যতখানি এই বিধিমালার বিধানের সাথে সম্পর্কিত ততখানি রহিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে